১

রাষ্ট্রদর্শনের স্বরূপ

Nature of Political Philosophy

১.১. রাষ্ট্রদর্শনে 'রাজনৈতিক' শব্দটির অর্থ

Meaning of the term 'Political' in Political Philosophy

রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক (political) বিষয়ের আলোচনার পূর্বে 'সামাজিক' (social) শব্দটির অর্থ জানা প্রয়োজন। 'সামাজিক' শব্দটির দুটি অর্থ আছে— ব্যাপক অর্থ এবং সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে 'সামাজিক আলোচনা' বলতে বোঝায়, সামাজিক জীবরূপে মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মের আলোচনা। এই অর্থে, মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা 'সামাজিক আলোচনা'রূপে গণ্য হয়। স্পষ্টতই, ব্যাপক অর্থে, 'রাজনৈতিক' আচার-আচরণ 'সামাজিক' আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত। সংকীর্ণ অর্থে 'সামাজিক আলোচনা'— বলতে কেবল সামাজিক সংঘ-সমিতির— পরিবার, শিক্ষামূলক সংঘ, ধর্মীয় সংঘ ইত্যাদির আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির আলোচনাকে বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি আলোচনাকে 'সামাজিক আলোচনা' থেকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করা হয়। স্পষ্টতই, সংকীর্ণ অর্থে, রাজনৈতিক আলোচনা সামাজিক আলোচনা থেকে স্বতন্ত্র— রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন থেকে স্বতন্ত্র।

তবে, অধিকাংশ রাষ্ট্রদার্শনিক 'সামাজিক' শব্দটির ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে রাজনৈতিক আলোচনাকে সামাজিক আলোচনার অন্তর্গতরূপে গণ্য করেন। অধ্যাপক রাফেল (D. D. Raphael) তাঁর 'রাজনৈতিক দর্শনের সমস্যাবলী' (Problems of Political Philosophy) নামক গ্রন্থে 'সামাজিক' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে রাজনৈতিক আলোচনাকে সামাজিক আলোচনার অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করেছেন।

১.২. রাষ্ট্রদর্শনের স্বরূপ—রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও দার্শনিক মতবাদ

Nature of Political Philosophy— Scientific Theory and Philosophical Theory about what is political

'রাজনৈতিক মতবাদ' (political theory) ও 'রাষ্ট্রদর্শন' (political philosophy) শব্দ দুটিকে আমরা প্রায়শই অভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি যদিও তাদের মধ্যে অর্থগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'রাজনৈতিক মতবাদ' বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আর ঐ বিষয় সম্পর্কে দর্শন সম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'রাষ্ট্রদর্শন'। অর্থাৎ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'রাজনৈতিক মতবাদ' বা 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান', আর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছে 'রাষ্ট্রদর্শন'। একইভাবে, সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বের (sociology) সঙ্গে সমাজদর্শনের (social philosophy) পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের আলোচনা সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব আর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের আলোচনা সামাজদর্শন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন রাষ্ট্রদর্শন থেকে ভিন্ন, সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বও তেমনি সমাজদর্শন থেকে ভিন্ন।

সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। বিজ্ঞানীর লক্ষ্য ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান এবং ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার জন্য বিজ্ঞান কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করে। সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরও লক্ষ্য হল সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য কতকগুলি

নিয়ম প্রবর্তন করা। প্রকৃতি-বিজ্ঞান (Natural Sciences) যেমন—বিশেষ কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়মের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন, জীববিজ্ঞান (Biological Sciences) যেমন— বিশেষ কোন জৈব-ক্রিয়াকে নিয়মের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানও তেমনি বিশেষ কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনাকে নিয়মের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চান। ঘটনার ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও নিয়মগুলি প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের সমতুল্য না হলেও তাদের **প্রকল্পরূপে (hypothesis) গ্রহণ ক'রে** বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতো, যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পকে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে যেমন গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকল্পগুলিকেও তেমনি যাচাই করা যেতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের (সামাজিক ঘটনা) ব্যাখ্যায় কার্ল মার্ক্সের (K. Marx) তত্ত্বটি এমনই এক প্রকল্প। মার্ক্সের মতে, 'উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত শ্রেণী-দ্বন্দ্বই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ'। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রকল্প হল,— 'বহুদলীয় সরকার স্বল্পমেয়াদী হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয় না'। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতো এসব প্রকল্পও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নানারকম সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করে গঠন করা হয় এবং ঐ সব প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পরীক্ষা- নিরীক্ষার দ্বারা এসব প্রকল্পের সত্যতাও যাচাই করা যেতে পারে।

তবে, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকল্পগুলি সৎ প্রকল্প (good hypothesis) হলেও তারা কখনো বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সমমানের হতে পারে না। যেমন— শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তরূপে গ্রহণ করা গেলেও একমাত্র কারণরূপে গণ্য করা যায় না। তেমনি, বহু-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা মাত্রই যে অস্থায়ী হবে— এমন বলার সপক্ষে তেমন কোন যুক্তি, সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদর্শন করা যায় না। অবশ্য একথা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সমমানের না হলেও সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকল্পগুলি বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতনই বস্তুনিষ্ঠ (positive) প্রকল্প, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক। সার কথা হল, **সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য, বিজ্ঞানের ন্যায়, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান কতগুলি প্রকল্প গঠন করে এবং সেইসব প্রকল্পের সাহায্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। এজন্য বলা হয় যে— সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি।**

দর্শনের এবং সেই সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন প্রকার। প্রচলিত মতবাদ অনুসারে, দার্শনিক মতবাদ **আদর্শনিষ্ঠ** (normative) আর বৈজ্ঞানিক মতবাদ **বস্তুনিষ্ঠ** (positive)। বস্তুনিষ্ঠ বা তথ্যনিষ্ঠ মতবাদে তথ্য বা ব্যাপার বাস্তবত যেমন, সেভাবেই তাদের আলোচনা করা হয়। আদর্শনিষ্ঠ মতবাদে কোন এক মূল্য বা আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু বা ব্যাপারের তাৎপর্য নির্ধারণ করা হয়— তথ্য বা ব্যাপার বাস্তবত যেমন সেভাবে তাদের আলোচনা প্রাধান্য পায় না। কাজেই প্রচলিত সাধারণ অভিমত অনুসারে, বস্তুনিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাস্তবত যেমন, কেবল সেভাবেই তাদের আলোচনা করা হয়; পক্ষান্তরে আদর্শনিষ্ঠ সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে 'ন্যায়ে'র ও 'কল্যাণে'র আদর্শের উল্লেখ করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রিপাবলিক (Republic) গ্রন্থে প্লেটো রাষ্ট্রসংক্রান্ত যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার উল্লেখ করা যায়, যেখানে তিনি এক আদর্শ কল্প-রাষ্ট্রব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত করে সেই আদর্শের মানদণ্ডে তৎকালীন গ্রীসের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যায়ন করেছেন।

কিন্তু প্রচলিত অভিমত অনুসরণ করে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের পার্থক্য স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। প্রকৃতপক্ষে, সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে সমাজের ও রাষ্ট্রের বাস্তব দিকটি উপেক্ষিত হয় না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাফেল (Raphael) বলেন, 'যদিও কতিপয় সাবেকী রাষ্ট্রদার্শনিক আদর্শ সমাজের উল্লেখ করেছেন তথাপি, মনে হয়, সেটাই তাঁদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। এমনকি, প্লেটোও যে আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করেছেন তার লক্ষ্য হল বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষত্রুটি নির্দেশ করা।'[১] প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কেবল আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্রই অঙ্কিত করেননি, উপরন্তু সেই আদর্শের বিচারে বর্তমান সমাজ ও

১. 'It is true that some of the classical political philosophers have set out ideal forms of society, but in my opinion this has not been their central concern. Even in Plato, the purpose of depicting an ideal society is to criticise existing society'. Problems of Political Philosophy. D.D. Raphael. P. 3.

রাষ্ট্রব্যবস্থার অসঙ্গতির নির্দেশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে আদর্শ প্রত্যয়গুলিকে, যথা— 'ন্যায়ে'র, 'কল্যাণে'র প্রত্যয়গুলিকে, উপলব্ধি করতে মানুষকে উদ্বোধিত করেছেন। **কাজেই রাফেলের মতে, সাবেকী অভিমত অনুসরণ করে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনকে নিছক 'আদর্শনিষ্ঠ'-রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হয় না।** সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের পার্থক্যকে রাফেল এভাবে বলেছেন— **সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামাজিক ও রাজনৈতিক 'ঘটনার ব্যাখ্যা' দেওয়া হয়, আর সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে সামাজিক ও রাজনৈতিক 'বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা' নির্ধারণ করা হয়। বিষয়টিকে রাফেল নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ**

'সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন আসলে দর্শনেরই একটি শাখা— সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাই হচ্ছে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন।'[১] দর্শনের দুটি প্রধান কাজ হল— (ক) **বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রদর্শন** ও তার মূল্যায়ন (critical evaluation of beliefs) এবং (খ) **বিশ্বাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রত্যয়ের অর্থ** স্পষ্টীকরণ (clarification of concepts)।

(ক) সাধারণ মানুষ যেসব বিশ্বাসকে নির্বিচারে গ্রহণ করে, দর্শনের কাজ হল, সেইসব বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা বিচার করে তাদের গ্রহণ অথবা বর্জন করা। রাফেল বলেন যে, এখানেই বৈজ্ঞানিক আলোচনার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনার প্রধান পার্থক্য। **'বিজ্ঞান ঘটনার (events) ব্যাখ্যা দিতে চায় আর দর্শন বিশ্বাসের (beliefs) যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করতে চায়।'**[২] বিজ্ঞানের ন্যায় দর্শনের কাজ তথ্য অনুসন্ধান নয়, দর্শনের কাজ হল বিশ্বাসের মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ। দর্শন যখন কোন বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন সেই বিশ্বাসটির সঙ্গে তথ্যের মিল আছে কি-না তা নির্ধারণ করতে চায় না; দর্শন কেবল এটাই নির্ধারণ করতে চায় যে আলোচ্য বিশ্বাসটির সঙ্গে অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গতি আছে অথবা নেই। প্রচলিত কোন বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের মনে যখন সংশয় দেখা দেয় এবং বিশ্বাসটির বিরোধী কোন বিশ্বাস মানুষের মনে সঞ্চারিত হতে থাকে, দর্শন তখন প্রচলিত বিশ্বাসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে তাকে গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে, অথবা বিশ্বাসটির সংস্কার সাধন ক'রে তাকে কালোপযোগী করে। যেমন, ডারউইনের (Darwin) বিজ্ঞানভিত্তিক বিবর্তনবাদ যখন বাইবেলে (Bible) বর্ণিত ও প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধীরূপে দেখা দেয়, দর্শন তখন বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক ধর্মীয় বিশ্বাসটিকে বাতিল ক'রে বিবর্তনবাদকে যুক্তিযুক্তরূপে গ্রহণ করে।

একইভাবে, সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনেও, প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাগুলি— 'ন্যায়-অন্যায়', 'ভাল-মন্দ', 'কল্যাণ-অকল্যাণ' ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসগুলি বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর কি-না তা বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। দেশভেদে ও কালভেদে 'ভাল-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়', 'কল্যাণ-অকল্যাণ' প্রভৃতির ধারণাগুলি ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখে সমাজদার্শনিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক ঐ সবের সাবেকী ও প্রচলিত ধারণাগুলিকে অকেজো রূপে বাতিল করেন অথবা তাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগীরূপে সংশোধন করেন।

(খ) দর্শনের ন্যায় সমাজদর্শনের ও রাষ্ট্রদর্শনেরও লক্ষ্য হল, **প্রত্যয়ের অর্থ স্পষ্টীকরণ**। 'জড়', 'মন', 'দেশ', 'কাল' প্রভৃতি অতিব্যাপক প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক নয় বলে যেমন তাদের কেন্দ্র করে দর্শনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়, তেমনি 'সমাজ', 'কর্তৃত্ব', 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলিও স্পষ্টার্থক নয় বলে সমাজদর্শনে ও রাষ্ট্রদর্শনে তাদের কেন্দ্র করে অনেক জটিল সমস্যার উৎপত্তি হয়। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে এসব প্রত্যয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়। রাষ্ট্রদার্শনিক যখন 'গণতন্ত্রের' আলোচনা করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য হল, প্রত্যয়টির সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা এবং প্রত্যয়টির উৎকর্ষসাধন করে তাকে যুগোপযোগী করা।

কাজেই বলতে হয় যে, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ কোন সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, আর সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে সমাজের বা রাষ্ট্রের **প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের মূল্যায়ন করা হয় এবং ঐ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়ের অর্থ-বিশ্লেষণ করা হয়।**

---

১. 'Social and political philosophy is of course a branch of philosophy, it is an application of philosophical thinking to ideas about society and the state'. Ibid.

২. Science seeks explanation while philosophy seeks justification'. Ibid. P. 4.

১.৩. বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রদর্শন বা মূল্যায়ন
Critical evaluation of beliefs

সাধারণ মানুষ যে সব বিশ্বাসকে নির্বিচারে গ্রহণ করে, দর্শনের প্রধান কাজ হল, সেইসব বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা বিচার করে তাদের গ্রহণ অথবা বর্জন করা। **এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের প্রধান পার্থক্য। 'বিজ্ঞান ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে চায় আর দর্শন বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করতে চায়।'**[১] 'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা' বলতে কেবল 'বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তি'কেই বোঝায় না, 'বিশ্বাসের বিরোধী যুক্তি'কেও বোঝায়। দর্শনের উদ্দেশ্য হল— উপযুক্ত যুক্তি দর্শিয়ে প্রচলিত কোন বিশ্বাসকে গ্রহণ করা অথবা বর্জন করা। বিজ্ঞানও অনেকক্ষেত্রে যুক্তি দর্শিয়ে কোন প্রকল্পকে (hypothesis) গ্রহণ/বর্জন করে, যদিও ঐসবক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য হল ঘটনার **ব্যাখ্যা, প্রকল্পটির (বিশ্বাসটির) যৌক্তিকতা প্রদর্শন নয়। দর্শনের উদ্দেশ্য ঘটনার কারণ নির্দেশ নয়, তা হল একটি বিশ্বাসের সঙ্গে অপরাপর বিশ্বাসের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি দর্শানো।** প্রচলিত কোন বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের মনে যখন সংশয় দেখা দেয় এবং বিশ্বাসটির বিরোধী কোন বিশ্বাস মানুষের মনে সঞ্চারিত হতে থাকে, দর্শন তখন প্রচলিত সেই বিশ্বাসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তাকে গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে, অথবা বিশ্বাসটির সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তাকে কালোপযোগী করে। যেমন— ডারউইনের (Darwin) বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিবর্তনবাদ যখন বাইবেলে (Bible) বর্ণিত এবং প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধীরূপে দেখা দেয়, দর্শন তখন বিচার-বিশ্লেষণ-পূর্বক ধর্মীয় বিশ্বাসটিকে বাতিল করতে চায়।

অধ্যাপক রাফেল (Raphael) বলেন, সাবেকী বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত নতুন কোন বিশ্বাসের অসঙ্গতি দেখা দিলে তার সমাধান তিনভাবে হতে পারে। যথা—

(১) সাবেকী বিশ্বাসটিকে কল্পনা-ভিত্তিক অথবা অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ-ভিত্তিকরূপে 'অসার' বলে বাতিল করা যেতে পারে।

(২) 'ধর্মশাস্ত্রসম্মত বিশ্বাসের মতো নির্ভরযোগ্য নয়'— এই যুক্তিতে নতুন বিশ্বাসটিকে বাতিল করা যেতে পারে।

(৩) সাবেকী ও নব্য বিশ্বাস দুটির কোন একটিকে অথবা দুটিকেই মার্জিত ও সংশোধিত ক'রে তাদের মধ্যে সঙ্গতিসাধন করা যেতে পারে।

এই তিনটি পন্থার মধ্যে ১ম ও ৩য় পন্থাই দর্শনে অনুসৃত হয়; ২য় পন্থাটি সংস্কারবিমুখ প্রাচীনপন্থীরাই কেবল অনুসরণ করেন। তত্ত্ব-দর্শনের (Theoretical Philosophy) মতো ব্যবহারিক দর্শনেও (Practical Philosophy), যথা— **সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনেও উল্লিখিত ১ম ও ৩য় পন্থায় বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা নির্দেশ করা হয়।** সামাজিক 'ন্যায়-অন্যায়', 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস বা ধারণাগুলি বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক বা কার্যকর কি-না— সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে সেটাই নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। দেশভেদে, কালভেদে, 'ভাল-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়ের' ধারণাগুলি ভিন্ন হতে দেখে সমাজদার্শনিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক ঐ-সবের সাবেকী ধারণাগুলিকে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার 'অকেজো'রূপে বাতিল করেন (১মপন্থা), অথবা 'ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির পূর্বতন ধারণার সঙ্গে সাম্প্রতিক নব্য ধারণার সঙ্গতি সাধনের জন্য তাদের কোন একটির অথবা দুটি ধারণারই সংস্কারসাধন করেন (৩য় পন্থা), এবং এভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক 'ন্যায়-অন্যায়', 'কল্যাণ-অকল্যাণ' ইত্যাদি সম্পর্কে এক গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন।

অবশ্য, অধ্যাপক রাফেল বলেন, **দর্শনে যাকে গ্রহণযোগ্য অভিমত বা বিশ্বাসরূপে গণ্য করা হয় সেটিও কোন চূড়ান্ত বিশ্বাস নয়।** দর্শন আলোচনা এক অন্তহীন জিজ্ঞাসা, যতিহীন বিচার-বিশ্লেষণ। কাজেই, **দর্শনে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসটিরও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় এবং** দর্শনে আলোচ্য বিশ্বাস বা ধারণাগুলি ক্রমশঃই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন প্রত্যয়গুলি— 'সমাজকল্যাণ', 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলি এভাবেই ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়।

১. 'Science seeks explanation while philosophy seeks justification.' Ibid. P. 4.

কোন বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে হলে দুটি মানদণ্ডের (criteria) প্রয়োজন হয়। প্রথমটি হল, অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি, এবং দ্বিতীয়টি হল অনুরূপতা— তথ্যের (matters of fact) সঙ্গে বিশ্বাসের অনুরূপতা। বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কোন বিশ্বাস অপরাপর বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন কি-না তা জানা গেলেও, ঐ বিশ্বাসটির অনুরূপ তথ্য বাস্তবত আছে কিনা তা নির্ধারণ করা যায় না। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বাস্তবত আছে কি-না, অর্থাৎ বিশ্বাসটি তথ্যের অনুরূপ কি-না তা নির্ধারণ করতে হলে তথ্য অনুসন্ধানের, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়; কিন্তু **'দার্শনিকের কাজ কেবল ধারণার স্পষ্টীকরণ, তথ্য অনুসন্ধান নয়।** বিজ্ঞানেই কেবল নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়।'[১] দর্শন যখন কোন বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন বিশ্বাসের সঙ্গে তথ্যের মিল আছে কি-না অর্থাৎ বিশ্বাসটি সত্য/মিথ্যা কি-না তা নির্ণয় করতে চায় না; দর্শন কেবল অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচ্য বিশ্বাসটির সঙ্গতি আছে কিনা তা নির্ধারণ করে বলতে চায় যে, সেই বিশ্বাসটি **ভাল অথবা মন্দ, যথোচিত বা অনুচিত।** দর্শনের কাজ তথ্য নির্ধারণ নয়, তা হল মূল্য নির্ধারণ। মূল্য আদর্শবোধক হওয়ায় তাকে তথ্যের মতো সরাসরি নির্ধারণ করা যায় না, পরোক্ষভাবে করতে হয়। **দর্শন কোন বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা তাই সরাসরিভাবে প্রতিষ্ঠা করে না, পরোক্ষভাবে অর্থাৎ বিকল্প বিশ্বাসের যুক্তিহীনতা দর্শিয়ে প্রতিষ্ঠা করে।** যেমন— নাৎসীবাদে (Nazi doctrine) যখন বলা হয় 'আর্যরাই মানুষ, অনার্যরা মনুষ্যেতর জীব', তখন সমাজদর্শন ঐ বিশ্বাসটিকে সরাসরিভাবে গ্রহণ/বর্জন করে না; নৃতত্ত্ব, মানবজাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অভিমতের উল্লেখ করে, (যেখানে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য স্বীকার করা হয় না) নাৎসীবাদীদের বিশ্বাসটিকে বাতিল করে। তেমনি সমাজবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যখন বলেন যে 'মানুষমাত্রই আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থবুদ্ধির দ্বারাই মানুষ পরিচালিত হয়' তখন সমাজদার্শনিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক সেই বিশ্বাসটিকে সরাসরি অগ্রাহ্য না করে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার— পরিবার, ধর্মীয় সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদির উল্লেখ করে বলেন যে, পরার্থপরতার জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং বিভিন্ন সংস্থার সভ্যরূপে বসবাস করে। সমাজবদ্ধতাই নির্দেশ করে যে, 'মানুষ কেবলই স্বার্থপর' এই বিশ্বাসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

১.৪. প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ
Clarification of Concepts

সাবেকী দর্শনে বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা ও তার মূল্যায়ন নির্ধারণের জন্যই প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণকে **উপায়রূপে** গ্রহণ করা হয়; অর্থাৎ 'সাবেকী দর্শন অনুসারে প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ দর্শনের গৌণ বিষয়, দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্বাসের মূল্যায়ন এবং ঐ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হয়।'[২] কোন একটি বিশ্বাস যুক্তিসিদ্ধ কি-না, বিশ্বাসটি অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন কি-না, তা নির্ধারণ করার পূর্বে জানতে হয়, বিশ্বাসটির নিহিতার্থ কি, অর্থাৎ যে সব শব্দের মাধ্যমে বিশ্বাসটি প্রকাশ পায় সেসব শব্দের সঠিক অর্থ কি ; কাজেই, বিশ্বাসের মূল্যায়নের জন্য প্রত্যয়ের অর্থ বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক হয়। তবে, সাম্প্রতিক কালের একদল দার্শনিক (ভাষা-বিশ্লেষক দার্শনিক) বলেন যে, দর্শনের প্রধান কাজ প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ, বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা দর্শানো নয়। **প্রত্যয়ের অর্থ-বিশ্লেষণ দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি-না**— এবিষয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা মানতে হয় যে, সাম্প্রতিক কালের সমাজদর্শন, রাষ্ট্রদর্শন প্রভৃতি দর্শনের বিভিন্ন বিভাগে প্রত্যয়-স্পষ্টীকরণের এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

প্রত্যয় হচ্ছে সাধারণ বা সামান্য ধারণা যা একজাতীয় বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। 'ব্যক্তি' (person), 'জড়', 'মন', 'দেশ', 'কাল' প্রভৃতি অতিব্যাপক প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক নয় বলে যেমন তাদের কেন্দ্র

১. 'Their (philosopher's) speciality is clear thinking, not factual investigation. Orderly investigation of facts is the business' of science. Ibid. P. 8.

২. 'The clarification of concepts has traditionally been undertaken as a subsidiary function serving the primary aim of evaluating beliefs'. Ibid. P. 11.

করে অনেক দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়, তেমনি 'সমাজ', 'কর্তৃত্ব', 'সামাজিক শ্রেণী', 'ন্যায়' (justice), 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক না হওয়ায় সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে ঐসব প্রত্যয়গুলির স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হয়।

প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ তিনভাবে করা যেতে পারে— (১) প্রত্যয়টিকে বিশ্লেষণ (analysis) করে; (২) প্রত্যয়টির সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যয়ের সংযোগ-সাধন (synthesis) বা সঙ্গতি দর্শিয়ে, এবং (৩) প্রত্যয়টির উৎকর্ষ সাধন করে (improvement of concepts)। প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণে **প্রথমত,** প্রত্যয়টির অন্তর্গত উপাদানের উল্লেখ করে তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যেমন, 'মানুষ' প্রত্যয়টিকে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্গত অত্যাবশ্যক দুটি বৃত্তির, 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তির' উল্লেখ করে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়। **দ্বিতীয়ত,** 'মানুষ' প্রত্যয়টির সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যয়ের যৌক্তিক সম্বন্ধ উল্লেখ করা হয়— 'মানুষের' প্রত্যয়টিকে 'জীবের' অন্তর্ভুক্ত করে 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব' ও 'বুদ্ধিবৃত্তিহীন জীবের' সঙ্গে 'মানুষের' সম্বন্ধ নির্ধারণ করা হয়; এবং **তৃতীয়ত,** সঠিক প্রয়োগক্ষেত্রের উল্লেখ করে প্রত্যয়টির উৎকর্ষসাধন করা হয়। 'মানুষ' শব্দটিকে যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাবে, বুদ্ধিবৃত্তিহীন ইতর জীবের ক্ষেত্রে নয়— এটা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করাই হচ্ছে 'মানুষ' প্রত্যয়টির উৎকর্ষসাধন। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে এভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলির অর্থ সুস্পষ্ট করা হয়। প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণে এই তিনটি প্রক্রিয়া— **বিশ্লেষণ, সংযোগসাধন ও উৎকর্ষসাধন বা মূল্যায়ন** একই সঙ্গে নিষ্পন্ন হতে পারে। রাষ্ট্রদার্শনিক যখন 'গণতন্ত্রের' আলোচনা করেন তখন তাঁর লক্ষ্য হল প্রত্যয়টিকে তার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করে সঠিক অর্থ নিরূপণ করা, অপরাপর শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ধারণ করা এবং সর্বোপরি, সঠিক প্রয়োগক্ষেত্রের উল্লেখ করে প্রত্যয়টির মূল্যায়ন বা উৎকর্ষসাধন করা।

অবশ্য, **ভাষা-বিশ্লেষক দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে আবার বলেন, প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণে মূল্যায়নের কোন ভূমিকা নেই,** কেননা মূল্য ব্যক্তিসাপেক্ষ হওয়ায় মূল্য-নির্ধারণই সম্ভব হয় না। প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণে **বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধনই** হচ্ছে মুখ্য। এঁদের মতে, সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের আসল কাজ হল— সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে ও তাদের সঙ্গে অপরাপর সামাজিক/রাজনৈতিক প্রত্যয়ের সম্বন্ধ দর্শিয়ে ঐসব প্রত্যয়ের অর্থকে সুস্পষ্ট করা— অর্থের স্পষ্টীকরণে মূল্যায়ন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এমন অভিমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; কেননা প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণে প্রত্যয়টির সঠিক প্রয়োগক্ষেত্রের উল্লেখ না করলে চলে না এবং ঐপ্রকার প্রয়োগক্ষেত্রের উল্লেখ করার অর্থই হচ্ছে প্রত্যয়ের উৎকর্ষ সাধন বা মূল্যায়ন।

প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ প্রক্রিয়াটি কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। অধ্যাপক রাফেল এজন্য বলেছেন, 'প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ গৃহ-পরিষ্কার করণের সমতুল্য।'[১] গৃহ পরিষ্কারের মাধ্যমে যেমন নতুন কোন গৃহ অধিকারে আসে না, কেবল ব্যবহৃত গৃহটির অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে (আবর্জনাকে) অপসারিত করে প্রয়োজনীয় জিনিসকে এমনভাবে সাজান হয় যাতে প্রয়োজনমতো তাদের পাওয়া যেতে পারে, তেমনি প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে নতুন কোন প্রত্যয় লাভ করা হয় না, কেবল প্রচলিত প্রত্যয়টির অস্পষ্টতা অপসারিত করে তার সঠিক অর্থটি নির্ণয় করার প্রয়াস করা হয়, যাতে প্রত্যয়টির প্রয়োগ যথাযথ হতে পারে। আবার, গৃহকে যেমন একবারমাত্র পরিষ্কার করলেই তা যথেষ্ট হয় না, আবর্জনা সঞ্চিত হলে গৃহটিকে পুনরায় পরিষ্কার করতে হয়, তেমনি প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ প্রক্রিয়াটিও অন্তহীন— পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রচলিত কোন প্রত্যয়ের সঙ্গে নতুন কোন মাত্রা যুক্ত হলে পুনরায় প্রত্যয়টির অর্থ-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। আবার, যুগে যুগে অভিনব উপায়ে যেমন গৃহকে পরিষ্কার করা হয়, কখনো ঝাঁটা দিয়ে, কখনো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (vacuum cleaner) দিয়ে, তেমনি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন উপায়ে, কখনো তথ্যের অনুসন্ধান করে, কখনো প্রত্যয়কে তার উপাদানে বিশ্লেষণ করে তত্ত্ব-দর্শন প্রত্যয়ের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করতে চায়। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে এভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলির **অর্থবিশ্লেষণ ও উৎকর্ষসাধন বা মূল্যায়ন** যুগপৎ চলতে থাকে।

১. 'The clarification of concepts is like cleaning the house'. Ibid. P. 16.

১.৫. রাষ্ট্রদর্শন কি আদর্শনিষ্ঠ?
Is Political Philosophy Normative ?

বিভিন্ন মতবাদকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়— **তথ্যনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ মতবাদ (Positive theory)** এবং আদর্শনিষ্ঠ মতবাদ **(Normative theory)**। তথ্যনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ মতবাদে তথ্য বা ব্যাপার বাস্তবত যেমন, সেভাবেই তাদের আলোচনা করা হয়। আদর্শনিষ্ঠ মতবাদে কোন এক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু বা ব্যাপারের মূল্যায়ন করা হয়— তথ্য বা ব্যাপার বাস্তবত যেমন, তেমনভাবে তাদের গ্রহণ করা হয় না। আদর্শ হল তাই যা বাস্তবে ঘটে না কিন্তু ঘটা উচিত। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে ব্যবধান অনতিক্রম্য। এখন প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রদর্শন বস্তুনিষ্ঠ অথবা আদর্শনিষ্ঠ?

সাবেকী মতে, **রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ** (Normative), কেননা রাষ্ট্রদর্শনে কোন এক আদর্শের বা মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার, মানুষের রাজনৈতিক জীবনের মূল্যায়ন করা হয়, ঐ সব বাস্তবত যেমন সেভাবে তাদের বর্ণনা দেওয়া হয় না। **সাবেকী মতে, এখানেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান পার্থক্য**। রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, রাষ্ট্রে বসবাস করে মানুষের রাজনৈতিক জীবন, তার আচার-আচরণ, কেমন হওয়া উচিত— এসব রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয় হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ, আদর্শনিষ্ঠ নয়। রাষ্ট্র বাস্তবত কি ভাবে পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্রে বসবাস করে মানুষের রাজনৈতিক আচার-আচরণ বাস্তবত কিভাবে প্রকাশ পায়— রাষ্ট্রবিজ্ঞান এসব বাস্তব ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করে। সহজ কথায় **সাবেকী মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ আর রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ।**

অধ্যাপক রাফেল **(Raphael) রাষ্ট্রদর্শনকে আদর্শনিষ্ঠ বললেও উপরোক্ত অর্থে আদর্শনিষ্ঠ বলেন না।** 'কোন এক বা একাধিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রের ক্রিয়া-কর্মের মূল্যায়ন করে'— এই অর্থে রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ নয়। **'রাষ্ট্রদর্শন রাজনৈতিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক মূল্যায়ন করে।' —এই অর্থে** রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ। অর্থাৎ 'আদর্শ বোধকতা' বলতে যদি 'বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভরশীল নয় এমন কোন আদর্শবোধক-অনুজ্ঞাকে বোঝান হয়' তাহলে "রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ নয়, আর ঐ অনুজ্ঞা যদি বিচারবিশ্লেষণমূলক হয় তাহলে তা আদর্শনিষ্ঠ।"[১] বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা বিচার যেমন সেই বিশ্বাসটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তেমনি আবার বিশ্বাসটি **যথোচিত** (right) বা **অনুচিত** (wrong) তাও প্রতিষ্ঠা করে। এই অর্থে **বিশ্বাসের সত্যাসত্য বিচার যেমন মূল্যবোধক (evaluative), যথোচিত-অনুচিত বিচারও তেমনি মূল্যবোধক। রাফেল তাই** বলেন, প্রকৃতপক্ষে **তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ (positive) ও আদর্শনিষ্ঠ (normative) মতবাদের মধ্যে কোন** সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা যায় না। তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ মতবাদে যখন কোন প্রকল্পের (hypothesis) সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দর্শানো হয় তখন সত্যরূপে অথবা মিথ্যারূপে প্রকল্পটির বিচার বা মূল্যায়নই করা হয়। তেমনি, রাষ্ট্রদর্শনে যখন কোন রাজনৈতিক বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা বিচার ক'রে তা যথোচিত (right) অর্থাৎ অনুসরণীয় কি-না, অথবা অনুচিত (wrong) অর্থাৎ অননুসরণীয় কি-না বলা হয় তখন সেই বিশ্বাসটির মূল্যায়নই করা হয়। রাফেলের মতে, **'মূল্যায়ন' (যা আদর্শবোধক) বলতে যদি 'যুক্তিসম্মত বিচার' বোঝায় তাহলে বৈজ্ঞানিক মতবাদকেও আদর্শনিষ্ঠ বলতে হয়।**[২] পক্ষান্তরে 'আদর্শনিষ্ঠ মতবাদ' বলতে যদি এমন কোন মতবাদকে বোঝান হয় যেখানে 'বিচার-বিশ্লেষণমূলক নয়' এমন কোন আদর্শের প্রেক্ষিতে বিশ্বাসের মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে বিজ্ঞানের মতো রাষ্ট্রদর্শনকেও আদর্শনিষ্ঠ বলা যাবে না। কাজেই রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ কি-না— তা নির্ভর করে 'আদর্শনিষ্ঠ' শব্দটি কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে তার ওপর। 'বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক বিশ্বাসের মূল্যায়ন' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হলে রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ।

---

১. 'My account does not imply the political philosophy is ideology, if ideology means a prescriptive doctrine that is not supported by rational argument.' Ibid. P. 17.

২. '..... the reasoning process in scientific theory does exactly the same thing and is normative in the same sense'. Ibid. P. 19.